করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে হযরত পৌল রা. লেখা প্রথম চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ১৩

(১)আমি যদি মানুষ ও ফেরেশতার ভাষায় কথা বলি কিন্তু আমার মধ্যে মহব্বত না-থাকে, তাহলে তো আমি ঢং ঢং শব্দকারী ঘন্টা বা ঝনঝন করা করতাল হয়ে পড়েছি।

(২)আমার যদি ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা থাকে, আমি যদি সমস্ত রহস্যময় ব্যাপার বুঝতে পারি এবং সবরকমে বিজ্ঞ হই, এবং আমার যদি পাহাড়কে সরিয়ে দেবার মতো পূর্ণ ইমান থাকে, অথচ আমার মধ্যে মহব্বত না-থাকে, তাহলে আমি তো কিছুই নই।

(৩)আমি যদি আমার সমস্ত সম্পত্তি দান করে দেই, এবং গর্ব করার আশায় আমি যদি আমার দেহটিকে দান করে দেই, অথচ আমার মধ্যে যদি মহব্বত না-থাকে, তাহলে আমার কোনোই লাভ নেই।

(৪)মহব্বত ধৈর্য ধরে, দয়া করে; মহব্বত হিংসা করে না, দম্ভ কিংবা ঔদ্ধত্য দেখায় না, (৫)কিংবা রূঢ় আচরণ করে না। মহব্বত জিদ ধরে না, সহজে রাগ করে না, বিরক্ত হয় না; (৬)পাপের কাজে আনন্দ পায় না, বরং সত্য নিয়ে আনন্দ করে। (৭)মহব্বত সবকিছু ধারণ করে, সবকিছু বিশ্বাস করে, সবকিছুতে আশা রাখে আর সবকিছু সহ্য করে। (৮)মহব্বত কখনো শেষ হয় না। সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী একদিন শেষ হয়ে যাবে; ভাষাগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে; জ্ঞানও শেষ হয়ে যাবে।

(৯)কারণ আমরা আংশিক মাত্র জানি ও আংশিকই ভবিষ্যদ্বাণী করি; (১০)কিন্তু সম্পূর্ণ যখন আসবে, আংশিক তখন শেষ হয়ে যাবে। (১১)আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন আমি শিশুর মতো কথা বলতাম, শিশুর মতো চিন্তা করতাম এবং শিশুর মতোই যুক্তি দিতাম; কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর শিশুর সবকিছুই আমি ত্যাগ করেছি।

(১২)আমরা যেনো এখন আয়নায় অস্পষ্ট দেখছি কিন্তু তখন সামনা-সামনি দেখতে পাবো। আমি এখন আংশিক মাত্র জানি, কিন্তু আমি যেমন এখন সম্পূর্ণভাবে পরিচিত হয়েছি, তখন আমি তেমনি সম্পূর্ণভাবে জানতে পারবো।

(১৩)আর এখন ইমান, আশা আর মহব্বত- এই তিনটি টিকে আছে; কিন্তু এগুলোর মধ্যে মহব্বতই শ্রেষ্ঠ।